Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.203-209
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা সাহিত্যে ভগিনী নিবেদিতার মাতৃদর্শন

শুক্লা গাঙ্গুলী

গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The influence of foreigners in bengali literature is discussed in many ways. The influence of the foreigners was important in the novelty that comes in the subject and diversity of bengali literature under the influence of renaissance. Sister nivedita's contribution in that direction is very relevant. She was involved in the role of a collector, critic and translator in the field of Bengali literature. She translated some of the shakta verses of ramprasad sen into english in her book 'Kali the Mother'. She has highlighted an extraordinary aspect of bengali literature through these verses in her book. According to her, mother is the main subject of ramprasad sen's songs. She has explained this matter through the poet's song in her book. In her vision the saint appears as the child and the goddess as the mother. She saw in bengali literature the manifestation of the goddess's personification. That is how the subject has been presented through translation.

Keyword: Foreigners, Bengali literature, Ramprasad Sen, Shakta Verses, Translation.

বাংলা সাহিত্যের একান্ত অনুরাগি ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের পাঠক সত্তাতেই আবদ্ধ নয়। আরও নানা দিক দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। তাঁর চিন্তন এবং মননের সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের সীমা হয়েছে বর্ধিত। তিনি যেমন বাংলা সাহিত্যের ভাব রসাস্বাদনে মুগ্ধ হয়েছেন, তেমনই তাঁর মুগ্ধতার কারণকে সচেতন অনুবাদকর্মমূলক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের দরবারে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা হয়ে উঠেছে অনুবাদকের। তাঁর লেখনীতে অনূদিত হয়েছে প্রাচীনযুগের পুরাণকেন্দ্রিক কাহিনি থেকে আধুনিকযুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প। আবার তিনিই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মধ্যযুগের শাক্তপদাবলি সাহিত্য থেকে রামপ্রসাদের কিছু পদ। তবে তিনি শুধুমাত্র এই শাক্তপদ্ধুলির অনুবাদই করেননি, তার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির এক চিরন্তন মাধুর্যময় সম্পর্কের স্বরূপ। তাঁর অনূদিত পদ্ধুলিতে রহস্যময়তা ছাড়িয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে বাংলার মাতৃস্বরূপের পরিচয়।

ভগিনী নিবেদিতাকৃত বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য হয়েছে গৌরবান্বিত। সাহিত্যের পরিমণ্ডলে এই অনুবাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যকে বলা হয়ে থাকে সমাজের দর্পণ। মানুষের সামগ্রিক জীবন ছবি প্রতিফলিত হয় সাহিত্যের দর্পণে। আবার একশ্রেণির মানুষের বিকাশক্ষম জীবনের ছবি ভিন্নভাষী মানুষের কাছে তুলে ধরে অনুবাদ সাহিত্য। এদিক থেকে বলা

যায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের ভাব সঞ্চরণশীল হয় অন্যান্য সমক্ষে। বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনার ফসল আমরা বিশ্বসমাজে তুলে ধরতে চাই। অনুরূপভাবেই ভগিনী নিবেদিতাকৃত বাংলা সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে।

ভগিনী নিবেদিতাকৃত রামপ্রসাদ সেনের শাক্তপদাবলির ইংরেজি অনুবাদের অভ্যন্তরে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে মাতৃস্বরূপের পরিচয়। এই মাতৃ চরিত্র বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র নানা ভাবে ও ভাষায় সমাদৃতই নয়, বন্দিত এবং পূজিত। নিবেদিতা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন এই বিষয়ের গভীরতা। তাই তাঁর দ্বারা অনুবাদিত বাংলা সাহিত্যে বিষয়টি উঠে এসেছে অভিনব ভাবে। বস্তুত বাংলা সাহিত্য কোনোকালেই সম্পূর্ণ মাতৃভাব বর্জিত নয়। প্রাচীনযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে আধুনিকযুগের বাংলা সাহিত্য, প্রায় সর্বত্রই কোনো না কোনো ভাবে জননীর ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠেছে। কখনও দেবীর মাহাত্ম্যপূর্ণ উপস্থিতিতে, আবার কখনও মাটির ঘরে অবস্থিত কল্যাণময়ী সত্তার প্রকাশে বাংলা সাহিত্যে মাতৃচরিত্রের ভূমিকা হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। প্রাচীনযুগীয় থেকে মধ্যযুগীয় কাব্য-কবিতা বারেবারে মুখর হয়েছে মাতৃরূপা দেবীর আরাধনায়। আধুনিকযুগের কথাসাহিত্যে মাতৃচরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে বহু গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। কখনও প্রত্যক্ষরূপে আবার কখনও মুখ্য চরিত্রের নিয়ামক রূপে পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে মাতৃচরিত্রের ভূমিকা। এদিক থেকে শাক্তপদাবলিতে মাতৃচরিত্রের ভূমিকা আরও অনন্য। এখানে দেবী এবং ভক্ত সাধক জননী এবং সন্তান রূপে কল্পিত। শাক্তপদাবলি প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বাংলাদেশে সর্বশক্তিময়ী আদ্যাশক্তিকে দুর্গারূপে ভক্তি-বাৎসল্যের দৃষ্টিতে দেখে এক প্রকার চমৎকার পদসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। একে শাক্তপদ বলা হয়ে থাকে।"[১] নিবেদিতাও এই মাতৃভাবকে মুখ্যরূপে তুলে ধরেছেন তাঁর অনূদিত পদগুলিতে। যা হয়ে উঠেছে মাতৃভূমিকায় উজ্জ্বল।

ভগিনী নিবেদিতার দ্বারা ইংরেজিতে অনূদিত শাক্তপদগুলি স্থান পেয়েছে তাঁরই স্বরচিত 'Kali the Mother' গ্রন্থে। বাংলার মাটিতে রচিত এটিই নিবেদিতার প্রথম গ্রন্থ। যা একিসঙ্গে বাংলার সামাজিক এবং সাহিত্যিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকাকে প্রকাশ করেছে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যির ক্ষেত্রে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর। যার মধ্য দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত মাতৃভাবের প্রকাশ।

ভগিনী নিবেদিতা কালীর দুই ভক্ত রূপে শাক্তসাধক রামপ্রসাদ সেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করেছেন। যেখানে রামপ্রসাদ সেনের জীবনী আলোচনার সময় স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে শাক্তপদাবলির প্রসঙ্গ। যা কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম পরিচায়ক। নিবেদিতা এই শাক্তপদগুলির অনুবাদের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে স্পষ্ট করেছেন মাতৃস্বরূপের পরিচয়। আসলে তিনি মনে করতেন প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উভয় কারণে মানুষের চিন্তাভাবনার স্বরূপ হয় ভিন্ন ভিন্ন। আবার সেই একি কারণে মানুষের ভাষিক চেতনা এবং ঈশ্বরসম্বন্ধনীয় ধারণাও হয় বিভিন্ন। পাশ্চাত্ত্য থেকে প্রাচ্য সর্বত্র এই কারণে ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত চেতনা স্বতন্ত্র। যেমন আরবদেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা করেন পুরুষাকারে। আবার আর্যযুগে রমণীই ছিলেন শ্রেষ্ঠা। তাই দেবীমূর্তি প্রাধান্য পেয়েছিল সেই সমাজে। অন্যদিকে আবার ক্যাথলিক খ্রিস্টান সমাজেও মাতৃরূপ ছিল প্রণম্য। মাতা মেরির কোলে যীশুমূর্তি পূজিত হত সেখানে। এখনও দেবী সেখানে সম্বোধিত হন 'Our Lady' নামে। অন্যদিকে ভারতীয় বর্ণাশ্রমিগণ নারীত্বের পূর্ণভাব মাতৃত্বের ধারণা করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই দেবীর মধ্য দিয়ে মাতৃমূর্তির পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

সেখানে। দেবী সমাদৃত হয়েছেন জননী রূপে। নিবেদিতা ক্যাথলিক ধর্মগোত্রীয় হওয়ায় তাঁর কাছেও ভারতের জননীস্বরূপা দেবী হয়েছেন বন্দিতা। তাঁর মাতা মেরির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত চিত্ত আপন ধর্মীয় নিষ্ঠাকে সহজেই তুলে ধরেছে দেবী কালীর প্রতি। তাঁর সেই চিন্তাভাবনার প্রতিফলনই রয়েছে 'Kali the Mother' গ্রন্থটিতে। আবার রামপ্রসাদ সেনের শাক্তপদাবলি অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মাতৃ চরিত্রকে বিশ্বসম্মুখ প্রতিষ্ঠিত করার অভিলাষ।

রামপ্রসাদ সেনের জীবনী বর্ণনায় নিবেদিতা মহাকবির অনুভূতিজাত পারিপ্বার্শিক সূক্ষ ভাবময় আবেদনশীল এবং প্রত্যক্ষজাত বিভিন্ন বিষয়ের অপূর্ব বিন্যাস, কীভাবে উঠে এসে আমাদের সুপ্ত চৈতন্যকে নিকট বিশ্ব সম্বন্ধে জাগ্রত করে কবিকে সাধক স্তরে উন্নীত করে সেই পরিস্থিতিতেই রামপ্রসাদ সেনের কবি চরিত্রের বিন্যাস ঘটিয়েছেন। তিনি সেখানে রামপ্রসাদ সেনের সম্পূর্ণ জীবনীকে তুলে ধরেছেন ইংরেজি ভাষায়। যেখানে একদিকে যেমন জমিদারী সেরেস্তায় হিসাবের খাতায় তাঁর পদ লেখনের কথা উল্লেখ করেছেন: ''He had begun life as a book-keeper, and no doubt tried, when he remembered them, to perform his duties faithfully. But when at the end of a week his employer called for his books, he found on the first page a sonnet beginning—"Mother! Make me thine accountant. I shall never prove defaulter," and verses scribbled all over the accounts. One cry, "Mother! Mother!" rang through every line, and as the Hindu does not live who cannot understand a religious freak, his genius was recognized at once. A small pension was settled on him, and he was set free from wage earning for the rest of his life.''[২]

আবার নবাব সিরাজদোল্লা সমক্ষে কবির নিজ প্রতিভার পরিচয় জ্ঞাপন প্রসঙ্গও অনুল্লেখিত থাকেনি নিবেদিতার লেখায়। তিনি বলেছেন: ''In after days, Ram Prasad became famous. Drifting down the Ganges one summer day, his little boat encountered the royal barge of Surajah Dowlah, the brilliant young governor of Bengal, and he was ordered to come on board and sing. The poet tuned his vina, and racked his brain for songs in the grand old classic style, fine enough to suit the presence. But the Mohammedan would have none of them—"Sing me your songs—About the Mother!" he commanded graciously, and his subject was only too glad to obey.''[৩]

তবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পরিসরে নিবেদিতার অসাধারণত্ব শুধুমাত্র শাক্ত সাধক রামপ্রসাদ সেনের জীবনী বর্ণনায় নয়, বরং তা উঠে এসেছে তাঁর মাতৃভাব ব্যঞ্জিত পদ অনুবাদে ও বর্ণনায়। একজন বিদেশি নারী হয়েও যেভাবে তিনি একজন বাংলার কবির পরিচয় তুলে ধরে অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচয় সার্বজনীন আবেদন ঋদ্ধ করেছেন তা এককথায় অসাধারণ।

ভগিনী নিবেদিতা শাক্তকবি রামপ্রসাদ সেনের ছয়টি পদ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। যার মধ্যে মূলত পাঁচটি পদে তিনি সাধকের সাধনায় দেবীর জননী রূপ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি প্রতিটি পদের সেই অংশটিকেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে দেবীর জননী সুলভতা প্রকটিত। তিনি তাঁর 'Kali the Mother' গ্রন্থে বলেছেন, "রামপ্রসাদী গানের প্রধান বিষয় হলো তাঁর 'মা'।"[৪] তিনি এই বিষয়টিকে রামপ্রসাদের গানের মধ্য দিয়েই ব্যাখা করেছেন। তাঁর চিন্তায় সাধক হয়েছেন সন্তান। তাঁর চেতনায় দেবী সাক্ষাৎ জননী রূপে উপস্থিত। তাঁর মতে দেবী কখনও অভিমানী সন্তানের দৃষ্টিতে নিঠুরা জননী। কখনও আবার তিনি সর্বজীবের আশ্রয়দাত্রী। অন্যদিকে তিনিই আবার সন্তানের খেলার সঙ্গী এবং সর্বোপরি পরম

কল্যাণময়ী সত্তা। রামপ্রসাদের দৃষ্টি দিয়ে তিনি এভাবেই দেবীর জননী সত্তাকে অনুবাদিত ভাব ও ভাষায় প্রকাশিত করেছেন।

নিবেদিতা রামপ্রসাদের জননীভাব সমৃদ্ধ যে পাঁচটি পদের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন সেগুলি হলো:

1) যে দেশে রজনী নাই। ("From the land where there is no night)
2) কেন, মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই। ("Mind, stop calling 'Mother,Mother!'')
3) আর কাজ কি আমার কাশী ? (Why should I go to Benares?)
4) শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, ভব সংসার বাজার মাঝে। (In the market place of this world, The Mother sits flying Her kite.)
5) মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, ("The name of Her whom I call my Mother, shall I tell that secret to the world?'')

নিবেদিতা তাঁর অনূদিত 'যে দেশে রজনী নাই' পদে দেখিয়েছেন কিভাবে জননীর প্রতি নিবেদিত হয়েছে সন্তানসম সাধকের নিবিড় আকুতি। সন্তানের মুক্তিপিয়াসী ইচ্ছা শুধুমাত্র কামনা করেছে মাতৃচরণ। তাঁর চেতনায় দেবী হয়েছেন সর্বোপরি, নিবেদিতা সে ভাবকে যেভাবে তুলে ধরেছেন 'Ritual-worship has become forever barren'. রামপ্রসাদের সমস্ত চেতনায় দেবীই যে পরম জ্ঞানের আধার তা তিনি রামপ্রসাদের সুরেই তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর অনূদিত পদে বলেছেন যে, Prasad speaks-'Understand, O Soul, these words of Wisdom.'

নিবেদিতা মনে করতেন সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্ক বৈচিত্র্যময়। তা যেমন স্নেহবিগলিত ভালোবাসার সুরে সর্বদা মাধুর্যময়। আবার তেমনই কখনও কখনও অভিমানের সূক্ষতায় গাম্ভীর্যময়। শাক্তপদাবলির বিভিন্ন পদে তা প্রকাশিত। সাধকের কল্পনায় বিশ্বজননীর কণ্ঠেও একসময় ধরা পড়েছিল তাঁর জননীর প্রতি অভিমানী আক্ষেপ। অম্বিকাচরণ গুপ্তের পদে দেখা যায় মা মেনকার প্রতি কন্যা গৌরির অভিমানী সুর, 'ছিলাম ভালো জননি গো হরেরই ঘরে'- মায়ের প্রতি কন্যার স্বাভাবিক অভিমান ঝরে পড়েছে এই পদে। একি ভাবে সাধক রামপ্রসাদের গানে কখনও কখনও ধরা পড়েছে বিশ্বজননীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম এবং অভিমান। নিবেদিতার মনে হয়েছে, রামপ্রসাদের চেতনায় কালী জননীরূপা। তাই তাঁর নিত্য অদর্শণে কবি চিত্ত ব্যাথিত। কবির অভিমানী সুরকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর অনূদিত 'কেন, মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই' পদে। তাঁর অনুবাদের ভাষায় ধরা পড়েছে সাধকের ক্ষুব্ধ মনের ভাব। মায়ের প্রতি সন্তানের আন্তরিক অভিমানকে নিবেদিতা যে ভাষায় তুলে ধরেছেন:

''Mind, stop calling ' Mother, Mother!'''
Don't you know She is dead?—
Else why should She not come?
I am going to the banks of the Ganges,
To burn the grass image of my Mother,
And then I'll go and live Benares.''[৫]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্তানের অভিমান নির্বাপিত হয়েছে মাতৃ বিচ্ছেদের আশঙ্কায়। জননীর থেকে বিচ্ছেদ কল্পনায় সন্তানের ক্ষোভ কিভাবে দূরীভূত হয়ে যায়, তা নিবেদিতা অনুধাবন করেছেন সন্তানসম সাধকের

আকুতিময় পদে। রামপ্রসাদের লেখা 'আর কাজ কি আমার কাশী' পদকে নিবেদিতা মায়ের প্রতি সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসার আধারে তুলে ধরেছেন। তাঁর পূর্বে সাধক সন্তানের জননীরূপা দেবীকে ছেড়ে তীর্থযাত্রার অনীহাকে অসাধারণ ভাবে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''Naughty as he is, he does not want to go, and is willing to support himself with reasons.''[৬] তাঁর অনূদিত পদেও দেখা যায় অনুরূপভাব:

''Why should I go to Benares?
My Mother's lotus-feet
Are millions and millions
Of holy places.''[৭]

নিবেদিতার অনুবাদে এই পদ হয়েছে আরও ব্যঞ্জনাময়। রামপ্রসাদের রচনায় যা ছিল 'মায়ের পদতলে'নিবেদিতার অনুবাদে তা হয়েছে 'My Mother's lotus-feet'। এখান থেকে বোঝা যায় তিনি দেবীর

জননীসত্তাকে কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বাংলা সাহিত্যে। ভগিনী নিবেদিতা শাক্তপদাবলির বিভিন্ন পদের মধ্য দিয়ে নানাভাবে সন্তান-জননীর সম্পর্কের রূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। এবার তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে মা এবং সন্তানের সখ্যতার বন্ধন। সেই ভাবনানুযায়ি তিনি অনুবাদ করেছেন রামপ্রসাদের পরবর্তী পদ। তাঁর মতে, 'শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, ভব সংসার বাজার মাঝে' পদে মা হয়েছেন সাধক সন্তানের চাহিদানুযায়ি তাঁর খেলার সঙ্গী। তিনি বলেছেন, ''শিশু চায় মাও তার সঙ্গে তার খেলনা নিয়ে খেলা করুক। সব মা-ই তা করে থাকেন। সুতরাং এবার কালী হয়েছেন খেলার সাথী।''[৮] ভক্ত সাধকের দৃষ্টিতে মাতৃরূপা দেবী কিভাবে তাঁর খেলার সাথী হয়ে উঠেছেন, তারই অনুপম দৃশ্য ধরা পড়েছে নিবেদিতার অনূদিত পদে। তাই কেটে যাওয়া ঘুড়ির অন্তরালে যে মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের অস্তিত্ব বর্তমান, তা জেনেও তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে হাস্যরতা মায়ের হাত-চাপড়ি। তাঁর অনুবাদেও ধরা পড়েছে সেই প্রথমাংশটুকু। তিনি বলেছেন:

''In the market place of this world,
The Mother sits flying Her kite.
In a hundred thousand,
She cuts the string of one or two.
And when the kite soars up into the Ingfinite
Oh how She laughs and claps her hands !''[৯]

নিবেদিতার আবার মনে হয়েছে যে, খেলায় আসক্ত মায়ের সঙ্গে সাধক সন্তান লুকোচুরি খেলায় মত্ত হয়েছেন। আসলে তিনি গভীর গহনে আবৃত শাক্ত দর্শনের খোঁজকেই লুকোচুরির আধারে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তবে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান স্নেহ বৎসল্যা জননীর রূপ উন্মোচন করা। যেখানে কবি মাকে খুঁজে গেছেন 'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে' গানের মধ্য দিয়ে। নিবেদিতার অনুবাদে সাধকের মনের ভাব যে ভাবে এবং ভাষায় ধরা পড়েছে, তা হল- ''Again he is making a mystery out of nothing, playing hide and seek, as babies love to do.''[১০] তিনি রামপ্রসাদী পদের যেভাবে অনুবাদ করেছেন তা হল :

''The name of Her whom I call my Mother, shall I tell that secret to the world?'' he says (lit. "Shall I break the pot before the market?'') "Even then who knows Her? Lo, the six philosophies were not able to find out Kali!"[১১]

ভগিনী নিবেদিতা এই সমস্ত শাক্তপদগুলোর মধ্য দিয়ে একদিকে ভক্ত সমক্ষে দেবীর জননী রূপকে অধিকতর মহিমান্বিত করেছেন, আবার অন্যদিকে প্রস্ফুটিত করেছেন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে মাতৃরূপের গুরুত্ব। রামপ্রসাদ সেনের বিভিন্ন পদ অনুবাদের মাধ্যমে তিনি এই বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার আলোকে বিষয়টি আরও অভিনব হয়ে উঠেছে। তিনি যেখানে রামপ্রসাদের অন্য পদে সাধকের সাধনায় চরম অভিব্যক্তি ''Dive deep, O soul, taking the name of Kali!"-এভাবে অনুবাদের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে উল্লেখিত পদ্গুলিতে সন্তানের জননীর প্রতি আন্তরিকতা স্পষ্ট এবং বাংলা সাহিত্যে মাতৃরস্বরপের উপস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এই অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে ভগিনী নিবেদিতা বাংলা সাহিত্যে মাতৃদর্শনের পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি এর মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্য কবিতার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর সাহিত্য সচেতন মানসিকতায়। মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যের প্রতি তাঁর গুনমুগ্ধতার পরিচয় বাংলা সাহিত্যে পাঠক সত্তার পরিচয়কে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরে। দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থ থেকে জানা যায়: ''নিবেদিতা আমার পুস্তকে বৈষ্ণব কবিতা ও আগমনী গানের প্রশংসা করিয়া প্রায়ই আমাকে তাগাদা করি তাদের একজন বৈষ্ণব ও কীর্তনীয়া তাকে গান শোনাতে আমি আগমনী গায়ক একজন বৈষ্ণবী করিয়া তাহাকে গান শুনাইয়া ছিলাম আর এসেছিল গান শুনিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে একটি টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।''[১২]

ভগিনী নিবেদিতা এই সমস্ত শাক্তপদ গুলোর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ভক্ত সমক্ষে দেবীর জননী রূপকে অধিকতর মহিমান্বিত করেছেন, আবার অন্যদিকে প্রস্ফুটিত করেছেন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে মাতৃরূপের গুরুত্ব। রামপ্রসাদ সেনের বিভিন্ন পদ অনুবাদের মাধ্যমে তিনি এই বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার আলোকে বিষয়টি আরও অভিনব হয়ে উঠেছে। তিনি যেখানে রামপ্রসাদের অন্য পদে সাধকের সাধনার চরম অভিব্যক্তি "Dive deep, O soul, taking the name of Kali!''-এভাবে অনুবাদের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে উল্লেখিত পদ্গুলিতে সন্তানের জননীর প্রতি আন্তরিকতা স্পষ্ট এবং বাংলা সাহিত্যে মাতৃ স্বরূপের উপস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

1) অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬-০৭, পৃষ্ঠা-২১২।
2) Sister Nivedita, (Margaret E. Noble), KALI THE MOTHER, Calcutta, November 1899, p. 46.
3) Sister Nivedita (Margaret E. Noble), KALI THE MOTHER, Calcutta, November 1899, p. 47.
4) ভগিনী নিবেদিতা, মাতৃরূপা কালী, অনুবাদক স্বামী অমলেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা-২৪।
5) Sister Nivedita (Margaret E. Noble), KALI THE MOTHER, Calcutta, November 1899, p. 53.
6) Sister Nivedita (Margaret E. Noble), KALI THE MOTHER, Calcutta, November 1899, p. 54.
7) Sister Nivedita (Margaret E. Noble), KALI THE MOTHER, Calcutta, November 1899, p. 54.
8) ভগিনী নিবেদিতা, মাতৃরূপা কালী, অনুবাদক স্বামী অমলেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা-২৫।
9) Sister Nivedita (Margaret E. Noble), KALI THE MOTHER, Calcutta, November 1899, p. 55.
10) Sister Nivedita (Margaret E. Noble), KALI THE MOTHER, Calcutta, November 1899, p. 55.
11) Sister Nivedita (Margaret E. Noble), KALI THE MOTHER, Calcutta, November 1899, p. 56.
12) দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-২৩৩।

গ্রন্থপঞ্জী :

1) Sister Nivedita (Margaret E. Noble), KALI THE MOTHER, Calcutta, November 1899.
2) অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬-০৭।
3) দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, নিবেদিতা এক পরিক্রমন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, অক্টোবর ২০১৯।
4) শঙ্করীপ্রসাদ বসু, লোকমাতা নিবেদিতা, প্রথম খণ্ড-প্রথম পর্ব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২৪।
5) ভগিনী নিবেদিতা, মাতৃরূপা কালী, অনুবাদক স্বামী অমলেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭।
6) দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-২৩৩।